নেড়ি কুত্তার আবার ইন্টারভিউঃ বাংলাদেশ জাগাবে কারা?

-শাহীন সিদ্দিকী

শফিক রেহমান আমার দুটো ইন্টারভিউ নেন। প্রথমটি তিনি নিয়েছিলেন গত ৩ অক্টোবর ২০০৭ আর এ বছরের ১৭ ই জানুয়ারীতে নিয়েছিলেন দ্বিতীয়টি। নতুন পাঠকদের সুবিধার জন্য আমার পরিচয়টা আবার দিচ্ছি।

আমি বাংলাদেশের একটি নেড়ি কুত্তা। আমার অবস্থান এতোই নিচে যে, আমাকে কুকুরও বলা হয় না। বলা হয় কুত্তা। আর নাম? আমার কোনো নাম নেই। বলা হয় নেড়ি। খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে আমার গায়ের অনেক লোম ঝরে গিয়েছে। আমাকে ন্যাড়া দেখায়। তাই বোধহয় আমার নাম নেড়ি।

প্রথম ইন্টারভিউতে আমি জানিয়েছিলাম আমেরিকায় ট্রাবল বা ঝামেলা নামে একটি মলটিজ জাতীয় শাদা কুকুরকে তার পালক মিজ লিওনা হেমসলি ১২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮৪ কোটি টাকা) তার উইলে দিয়ে গিয়েছেন। পরলোকগত মিজ হেমসলি ছিলেন একজন বিত্তশালী হোটেল মালিক। তার মৃত্যুর পর বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিত্তশালী কুকুর হয়েছে ট্রাবল।

ওই ইন্টারভিউ ছাপা হওয়ার পর থেকে অনেকেই শফিক রেহমানের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এ মিলিয়নেয়ার কুকুরটির কি হলো? সে কেমন আছে?

পরে ১৭ ই জানুয়ারীতে আমার দ্বিতীয় ইন্টারভিউতে আমি জানাই কারা বাংলাদেশকে ভাঙলো এবং কেন ভাঙলো?

বলেছিলাম, টাইম, অবজারভার এবং গোল্ডম্যান স্যাকসের সব উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী কেন মাত্র এক বছরেই উল্টে গেল? তারা কি সেই সময়ের ভুল মূল্যায়ন করেছিল?

না। তারা সেটা করেনি। বরং তাদের সঠিক মূল্যায়নই হয়ে দাড়ায় বাংলাদেশের কাল। বলেছিলাম, বাংলাদেশের অগ্রগতি বন্ধ করা এবং বাংলাদেশকে ভাঙতে চেষ্টার প্রধান কারণ হলো ইসলামী মৌলবাদীদের জন্ম ও বিস্তৃতি রোধ।

সুতরাং ব্রোকেন বা ভাঙা বাংলাদেশের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী যে পশ্চিমের কয়েকটি দেশ সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝছেন। র‌্যাংগস ভবন ভাঙার মত দূরহ কাজ ভাঙার কাজে বিদেশিদের দরকার হয় বাংলাদেশের যেমন কিছু সাবকন্ট্রাক্টর, তেমনি বাংলাদেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতেও দরকার হয় কিছু ভাড়াটে এজেন্ট।

দ্বিতীয় ইন্টারভিউতে সুনির্দিষ্ট করে বলেছিলাম ক্রাইসিস ক্রিয়েটর প্রকৃতপক্ষে কারা। তারপর অনেকেই জানতে চেয়েছেন অনেকদিন তো পার হয়ে গেল। কেমন আছি আমি।

রাজধানীর লালবাগে বিয়ে বাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবার প্রতি প্লেট ১৬ টাকায় বিক্রি হলে আমি কেমন আছি তা বোধ করি আপনাদের বুঝতে বাকি নেই। পেটের জ্বালা নিয়ে খাদ্য উপদেষ্টা যখন হিডেন হাঙ্গার বলে তাত্বিক কথা ঝাড়েন তখন আমি ডাষ্টবিনেও খাবার পাইনা। অর্মত্যসেনের কথা মনে পড়ে যায়। হাঙ্গার নিয়ে রিসার্চ করে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কলকাতার এই ভদ্রলোক। আমাদের উপদেষ্টাও বোধ করি সেই লাইনে আছেন। ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন তারা। ফ্রি মার্কেটের যুগে খাবারের জন্য শুধু কি ওপারের দিকেই তাকিয়ে থাকব? প্রত্যেক বারই তো চাল কেনা হয়। মাইক লাগিয়ে পুরো দেশবাসিকে কি জানাতে হবে যে আমরা চাল কিনে নিয়ে আসছি? কেউ কখনো শুনেছে কোন

দেশ নিজের দেশের জনগনের জন্য অতি দরকারী কিছু কিনতে এমন ঢোল বাজায়? চাল নিয়ে যখন চালবাজি হল তখন মজুতদারিরা সুযোগ বুঝে দাম বাড়িয়ে দিল। আর উপদেশ ফেরিওয়ালারাও একের পর এক অগ্রিমভাবে বলতে লাগলেন, বাজারে এর কোন প্রভাব পড়বে না। শেষমেশ এর প্রভাব কি পড়েনি?

বিশ্বব্যাপীএই প্রবল খাদ্য সংকটের সময় আবুধাবিতে সুন্দরী উট প্রতিযোগিতায় দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামাদান বিন মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম ৪.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩১.৫ কোটি টাকা) দিয়ে কয়েকটি উট কেনেন। ৯দিন ব্যাপী 'উট-সুন্দরী' প্রতিযোগিতা শেষে ৭ এপ্রিল খবরটি এসেছে। এর মধ্যে একটি লাকি মাদী উটের দামই হল ২.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১৯.১ কোটি টাকা) । রাজাদের নিকৃষ্ট এই উল্লাসের সবচেয়ে ভাল দিকটি হল এবারে তারা চাইল্ড জকির বদলে রিমোট কন্ট্রোল্ড রোবট রাইডার ব্যবহার করেছে উটকে খুব জোড়ে দাবড়ানোর জন্য।

আচ্ছা, একটা মানুষের সারা জীবনের জন্য কত টাকা লাগে?

যাহোক, উটের সাথে ঘোড়ার সম্পর্ক হল আমার সাথে শিয়ালের ন্যায়। অনেক সময় একই উদ্দেশ্যে উভয়ে ব্যবহৃত হলেও উটের গায়ের গন্ধ ঘোড়ার একদম অসহ্য। তবে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে ব্যতিক্রম হল, উট দীর্ঘদিন পার করে দিতে পারে পানি ছাড়াই। মানুষ ভুল করে বলে থাকে উট তার কুজ বা ঝুটিতে প্রচুর পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারে ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। মুলত. এই প্রানীটির রয়েছে ফ্যাটি টিস্যুর চৌবাচচা, যেটি কিনা টিস্যু সমূহের বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে এবং ১ গ্রাম পানিকে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সমপরিমান চর্বিতে রূপান্তরিত করতে পারে। স্রষ্টা আমাকে খাবার সঞ্চয়ের এই রকম সুবিধাটা দিলে জরুরী অবস্থার জন্য আর চিন্তা করতে হত না! কিন্তু ফেরেস্তাদের শাসন যে কবে শেষ হবে তা আল্লাহ মালুম!

ওয়ার্ল্ড মার্কেটে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েছে মাত্র দশ ভাগ, অথচ বাংলাদেশে বেড়েছে প্রায় তিনশো গুন। মাত্র এই চৌদ্দ মাসে ১ লাখ শিল্প কারখানা বন্ধ, বেকার হয়েছে ৪ লাখ শ্রমিক। এক বছরে সরকারি সিদ্ধান্তে পাটকল বন্ধ হয়েছে চারটি। কাচামালের অভাবে বন্ধ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত পাচটি চিনিকল। ৪০০ গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ, ১০০ রি-রোলিং ও ষ্টিলমিলে তালা। ৮০ হাজার মুরগির খামার, ২০ হাজার চাতালও বন্ধের তালিকায়। একটি টিভি চ্যানেল ও একটি সংবাদপত্রও বন্ধ। অন্যান্য প্রকাশনা শিল্পেও চলছে দুর্দিন।

আংকেল স্যাম ও নেপালের উদাহরন

এরি মাঝে প্যাট্রাসিয়া বিউটিনেস বদলি হয়ে যান ইরাকে। আবার একদিন ইরাক থেকে ঢাকায় ফেরৎ আসেন তার প্রিয় পোষা কুকুরটি (কুত্তা কিন্তু নয়) কে নিয়ে যেতে। তাই দেখে একজন বিখ্যাত কলামিষ্ট লিখলেন, ঢাকায় শুধু একটি নয় বিউটিনেসের অনেকগুলো পোষা কুকুরই রয়েছে। এসব কুকুররুপী প্যারাসাইটরা চাকরি বাকরি না করে এসি রুমে বসে গোল টেবিল বৈঠক করেই 'সাদা' টাকা ইনকাম করেন। তাদের উপার্জন এতই স্বচ্ছ যে মাঝে মাঝে দুদকের চেয়ারম্যান পর্যন্তকে তাদের আশীর্বাদ নিতে দ্বারস্ত হতে হয়।

ধরা ছোয়ার বাইরে নাদুস নুদুস পোষা কুকুরের মালিকের অনুমতি ছাড়া কথা বলার কোন অধিকার নাই। আমার মত নেড়ি কুত্তা কিন্তু সেদিক থেকে নিরাপদ। পেটে খাবার না থাকলেও আমি অকপটে ঘেউ ঘেউ করে বলে যেতে পারি আমার মনের সব ক্ষোভ।

নতুন অ্যামবাসাডর জেমস এফ. মরিয়ার্টি গত ২৭ এপ্রিল জিয়ায় মুহুর্মুহ ফ্লাশ লাইটের মুখে বলেছেন আসসালামু আলাইকুম। শফিক রেহমান তার উত্তরও দিয়েছেন ওয়ালাইকুম সালাম বলে। দিনটি ছিল বায়তুল মোকাররমে নারী নীতির প্রতিবাদে সহিংস বিক্ষোভের দিন। খবর ছাপা হয় মৌলবাদীদের দ্বারা বায়তুল মোকাররম দখল, ছাপা হয় মাদ্রাসা ছাত্র দ্বারা পুলিশ পেটানোর দৃশ্যও। সবকিছু প্রকাশ করা হয় ঠিক ইসলামাবাদের লাল মসজিদের স্টাইলে। ওয়্যার অন টেররিজমের জন্য এসব বেশ পছন্দের দৃশ্য। যাহোক বলছিলাম মরিয়ার্টির কথা। তিনি এর আগে ২০০৪ সাল থেকে কাঠমুন্ডতে অ্যামবাসাডর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নেপালে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তিনি ২০০২-২০০৪ পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের স্পেশাল এসিস্ট্যান্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (NSC) সিনিয়র ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইউএস পলিসি কেমন হবে তা নির্ণয়ের দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। অ্যামবাসাডর মরিয়ার্টি হোয়াইট হাউসে ২০০১-২০০২ পর্যন্ত NSC-র চায়না এফেয়ার্সের ডিরেক্টরও ছিলেন।

বর্নাঢ্য জীবনে তার প্রভূত অর্জনের মধ্যে রয়েছে বেলগ্রেডে চাইনিজ এম্বেসিতে ইউএস কর্তৃক বোমাবর্ষন ও চায়নার হাইনান আইল্যান্ডে ইউএস ইপি-৩ বোমারু বিমান অবতরনের ঘটনাটি দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা। সাবেক ইউগোস্লাভিয়া ভাঙার জন্যও তিনি আমেরিকান ফরেন সার্ভিস এসোসিয়েশন কর্তৃক রিভকিন এওয়ার্ড (Rivkin Award) এ ভূষিত হন। পাকিস্তান নিয়ে কাজ করে তিনি ডিরেক্টর জেনারেলস-১৯৮৭ এওয়ার্ড পান স্টেট ডিপার্টমেন্টের বেস্ট রিপোর্টিং অফিসার হিসেবে। পাকিস্তান, সুইজারল্যান্ড এবং মরক্কোতে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাইপে ও বেইজিং এও তিনি কাজ করেছেন।
তিনি অনেক ভাষায়ই কথা বলা শিখেছেন। তার মধ্যে বাংলা, উর্দু, হিন্দী, নেপালী, চায়নিজ অন্যতম।

মরিয়ার্টিকে বলা হয় ক্রাইসিস ম্যানেজার। বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত বা কৃত্রিম প্রজননে সৃষ্ট সংকট আমেরিকার স্বার্থে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করার জন্য ন্যায়সংগতভাবেই তার এই খেতাব। হোক না তা সংশ্লিষ্ট দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগনের আশা-আকাংখার বিপরীত। ক্রাইসিস তিনি কিভাবে মোকাবেলা করেন তা বুঝতে হলে মাধ্যমিক স্কুলের পাটীগনিতের ঐকিক নিয়মের অংক কষার মত প্রথমে ধরে নিতে হবে কারা ক্রাইসিস ক্রিয়েটরস্। আগের ইন্টারভিউতে আমি মোটামুটি স্পষ্ট ধারনা দিয়েছিলাম এরা কারা। তাহলে মরিয়ার্টি কিভাবে ক্রাইসিস ম্যানেজ করবে তা বোঝার জন্য চলে যেতে হবে তার আগের কর্মস্থল নেপালে।

প্রত্যশ চন্দ্র (Pratyush Chandra) ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সংখ্যার কাউন্টারপাঞ্চ (CounterPunch edited by Alexander Cockburn and Jeffrey st. Clair) 'ইউএস অ্যামবাসাডর নেপালিদের যা শেখালো (What US Ambassador Taught Nepalese)' নামে একটি আর্টিকেলে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন ঝানু এই ডিপ্লোম্যাটিক নেপালিদের কি কি শিখেয়েছেন। আর্টিকেলের টাইটেলে ছিল 'স্যাম মামু যা দেখেন, তোমাকে তা অবশ্যই দেখতে হবে (What Uncle Sam Sees, You Must See)'।

তিনি লিখেছেন, সাউথ এশিয়ার বর্তমান রাজনিতি নিয়ে আমেরিকা বড় রকমের অস্বস্তিতে আছে। এই অঞ্চলের অ্যামবাসাডররা আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতির কোন তোয়াক্কা না করে ক্রমাগতভাবে শুধু আভ্যন্তরীন রাজনিতিতে নাক গলান না কান ধরে তাদের কথা শুনাতে বাধ্য করেন। দিল্লীর ইউএস অ্যামবাসাডর ইন্ডিয়াকে ইরান ইস্যু নিয়ে 'ভাল ব্যবহার' করতে বলেছেন। মিঃ চন্দ্র লিখেছেন, জেমস মরিয়ার্টি এদিক থেকে এক ধাপ এগিয়ে। তার কাজে তিনি বেশ খোলামেলা। ২০০৬ এর ফেব্রুয়ারী ১৫ তে গনেশ মান সিং একাডেমি (কাঠমুন্ডু) তে নেপালের রাজনীতি ও মাওবাদীদের রাজনীতিতে আসা ঠেকানো নিয়ে মরিয়ার্টি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

তিনি তার ভাষনে নেপালের রাজা ও পলিটিকেল পার্টিগুলোর মধ্যে ইউএস যা চায় তা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তা হল ‘reconciliation and compromise (পূণর্মিলন ও সমঝোতা)’। এর বাইরের কোন কিছুকেই ইউএস মেনে নেবে না বলে আগে ভাগেই নেপালিদের তিনি হুশিয়ারও করে দিয়েছেলেন।

সেদেশের ক্রাইসিস নিয়ে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্দি করে মরিয়ার্টি ২০০৬ সালে যে প্রেজেন্টেশন দেন তা থেকে প্রত্যশ চন্দ্র চারটি দিক পয়েন্ট আউট করেছেন।

এক. পলিটিশিয়ানদেরকে অবশ্যই মাওদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। কারন সহিংসতা পরিহার করে ভাল মানুষ হয়ে রাজনীতিতে তাদের আগমন ঘটলে গনতন্ত্র স্ট্যাবিলাইজড হবেনা।

দুই. মাওদের সাথে গেরিলা যুদ্ধ বন্ধের এগ্রিমেন্টটি, আমেরিকা মনে করে, ব্যর্থ রাজনৈতিক দলসমূহ রাজতন্ত্র উৎখাতের মূলা হিসেবে ব্যবহার করবে। মিড্‌ল ইস্টের মত এখানেও কিংশিপ ভেঙে যাক আমেরিকা তা কোনমতেই চায় না।

তিন. বর্তমান আন্দোলনের ফসল সুদে আসলে অবশেষে মাওদেরই ঘড়েই উঠবে। সুতরাং সন্ধি করা যাবে না।

চার. বিগ ব্রাদারের প্রতিনিধি হয়ে সময়ে সময়ে তার অধিকার রয়েছে নেপালীদের ফিলোসোফাইজ করবার। আর বিগ ব্রাদার বলে দিয়েছেন (watching and judging) যে নেপালী পলিটিশিয়ানদের অধিকার নাই মাওদেরকে শান্তির আওতায় নিয়ে আসবার। নিকারাগুয়া অথবা এল সালভেদরে গেরিলাদের ডেমোক্রেসিতে ফিরে আসার কথা মুখেও আনা যাবেনা। কারন, ‘Big brother knows better। ‘

নেপালীদের শেখাতে তিনি Frequently Asked Questions এর এক ফর্দ প্রশ্নের তালিকা দিয়েছিলেন। তার উত্তরও অবশ্য তিনি সাপ্লাই দিয়েছিলেন Bushy Style-এ।

যাহোক, লং স্টোরি শর্ট, ইউএস ও তার এলাইজরা যে রাজতন্ত্র ৫০ বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছিল তা নেপালী জনগন প্রত্যাখান করেছেন গত ১০ এপ্রিলের সাধারন নির্বাচনে। যে মাওবাদীদেরকে ঠেকানোর জন্য এত কোশেস তাও নেপালী জনগন উলটো আংকেল স্যামদের শিখিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে মাওবাদীরা আন্দোলন করে আসছে। গেরিলা যুদ্ধ থেকে তারা শক্তি সঞ্চয় করে শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে ফিরে আসে।

তিনটি ব্যাপারে মাওবাদীরা আপসহীন বক্তব্য দিয়ে আসছে।
১. রাজতন্ত্রের পরিবর্তে নেপালে হবে প্রজাতন্ত্র;
২. পররাষ্ট্রনীতি শুধু ভারতমুখী হবে না এবং
৩. সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে এই দলটি ২০৮টি আসনের মধ্যে ১১৪টিই দখল করেছে। বিগ ব্রাদারের আশীর্বাদপুষ্ট প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল নেপালী কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৩২ টি। হামাসের মত মাওবাদী দলটিও ইউএস টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসাবে কালো তালিকাভুক্ত। হামাসকেও প্যালেস্টাইনরা নিরুংকুশভাবে বিজয়ী করেছিল। বিশ্ব মোড়লদের এখানেই সমস্যা। মুখে হাজার

বার ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি বলে চিল্লালেও যারা জনগনের কোন অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে না তাদেরকে নিয়েই টার্গেটকৃত বিশেষত. তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই সুশীল সমাজ বানায়। সুশীল নামের গাদ্দার এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বুঝে বা না বুঝে তাদের স্ব স্ব দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রোপাগ্যাশন মডেলের টুলস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপ্রসাঙ্গিক হলেও বলে রাখা ভাল যে, তরুন শিক্ষিত সমাজ যারা কিনা মোট ভোটের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী তারাই মাওদের এবারে বিজয়ী করতে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে।

জাতিগত হীনমন্যতা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা ও আত্মবিনাশী মিশন

একটা জাতি হিসেবে মাথা উচু করবার ক্ষমতা মনে হয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি। মোকাবেলা করবার কোন বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নাই। সারাক্ষন দূর্নীতি দূর্নীতি জপমালা, ৩৬ বছরে রাজনীতিবিদরা দেশের জন্য কিছুই করেনি ইত্যাদি বলে আমাদের মনমগজে একদম স্থায়ী ধারনা বসিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের দ্বারা কিছুই হবেনা। ‘বাঙ্গালী করেছো মানুষ করোনি’, ‘পেয়েছি চোরের খনি’ ইত্যাদি বলে শুরু থেকেই আমাদেরকে লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়ার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও টেকনোলোজী দিকগুলোকে বড় করে তুলে ধরার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মনের মুকুরে বদ্ধমূল ধারনা দেয়া হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব। এভাবে একসময় ক্ষেত্র প্রস্তুত সম্পন্ন করে উপমহাদেশের ছোট ছোট বাচচা দেশগুলো নিয়ে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া বানানোর স্বপ্ন সফল হবে।

গত ২০ এপ্রিল ইন্ডিয়ার বিজেপির সিনিয়র লিডার লাল কৃষ্ণ আদভানীর একটি ইন্টারভিউ পাকিস্তানের ডন নিউজ চ্যানেল ব্রডকাস্ট করে। সেখানে মিঃ আদভানী বলেছেন,

India and Pakistan could come together in the future to form a confederation to resolve their long-standing disputes like the Kashmir issue.

অর্থাৎ, ভবিষ্যতে একটি কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া তাদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা বিতর্কসমূহ (এই যেমন, কাশ্মীর) নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন,

"I conceive that there would be a time when decades hence, both the countries would feel that partition has not solved matters. Why not come together and form some form of confederation or something like that,"

অর্থাৎ, আমার বোধগম্য এই যে, সময়ের সাথে সাথে এমন এক পর্যায় আসবে যখন দুই দেশই মনে করবে তাদের দেশ দুটো আলাদা হওয়ার কারনেই সমস্যাগুলো মেটানো যাচ্ছে না। সুতরাং কেন আমরা এক হয়ে কনফেডারেশন বা এজাতীয় কিছু করছি না?

ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টের অপজিশন এই লিডারকে জিজ্ঞেস করা হয় , এসব কি সত্যি সম্ভব?

তিনি উত্তর দেন,

"a day will come, I think so. But it would be a confederation of two sovereign countries by mutual agreement."

অর্থাৎ, আমি মনে করি, দিনটি আসবে। তবে তা হবে দুই স্বাধীন দেশের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই।

আর সেই ডিজাইন অনুযায়ীই যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর পলিটিক্সের ধারা বর্তমানে চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আমাদের মনে রাখা দরকার, এসব স্মার্ট ও বিজ্ঞ পলিটিশিয়ানরা খামাখা কথা বলেন না। যা হতে যাচ্ছে , অন্য কথায় যা করতে যাচ্ছেন তাই নিয়েই সময়মত কথা বলেন। প্রায় দশ বছর আগে প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে ইউএন-এ ভাষন দিতে গিয়ে অটল বিহার বাজপেয়ী বলেছিলেন , বিশ্ব এক নতুন সমস্যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা হল পানি। ড্রিংকেবল ওয়াটার নিয়েও ভবিষ্যতে যুদ্ধ হবে বলে তিনি বিশ্বকে হুশিয়ার করেও দিয়েছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ায় সাম্প্রতিক ড্রিংকেবল ওয়াটারের জন্য ছাত্রদের ওয়ার্ল্ডব্যাপী ফান্ড রাইজিং-এর লং মার্চ কিন্তু তারই পূর্বাভাস।

আজ থেকে ২০ বছর আগে ইরাকের কেউ কি ভেবেছিল বাগদাদের রাস্তাঘাটে যত্রতত্র তাদের কোলের শিশুর লাশটি পর্যন্তও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে? যেদেশের এক দিনারের মূল্যমান ছিল মার্কিন ডলারের ডাবলেরও বেশী, সেদেশের মানুষেরা কি কখনো ভেবেছিল তাদের দেশের বৃহদাঞ্চল কোনকালেই আর কোন রকমেরই ফসল ফলাতে পারবেনা? বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী সেসব অঞ্চলে কেউ জন্মলাভ করলে তারা হবে স্থায়ীভাবে বিকলাংগ, পঙ্গু? যাদের জীবন যাত্রার মান ছিল উন্নত দেশের সমান্তরালে, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ তারা হবে দেশ থেকে বিতাড়িত, উদ্বাস্ত? সোমালিয়া, ইথিওপিয়ার আজকের প্রবীনরা তাদের প্রাইমারী স্কুল লাইফে কি ভেবেছিলেন, এই পৌঢ় বয়সে তাদের প্রিয় মাতৃভুমিটি ফেইলিউর স্টেট -এর ডেফিনেশনের আওতায় নিয়ে এসে বদনাম কুড়াবে?

গত ১৬ এপ্রিল সিবিসি'র জার্নালিষ্ট ক্যারল অফ (Carol Off) তার নিয়মিত 'অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স (As It Happens)' অনুষ্ঠানে আফগানিস্তানের প্রোডাক্ট মিনিস্টার জেনারেল কুদে দাদের সাক্ষাৎকার নেন। তালেবান দমন করতে গিয়ে আমেরিকা ও ন্যাটোবাহিনীর সহায়তায় তারা কি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন সে কথা তো সবাই জানেন। যে আফিম উৎপাদনের জন্য সারা দুনিয়ায় আফগানরা বদনাম কুড়িয়েছে সেটি দমন করতেও তথাকথিত শনৈ শনৈ উন্নতির কারজাই প্রশাসন অপরায়গ। সাউথ ও সাউথ ইস্ট প্রদেশগুলো এখনো পপি উৎপাদনের স্বর্গক্ষেত্র। হেলমেন, কান্দাহার, নিমরুয, পারভান প্রদেশে আজো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পপি উৎপাদন হয়। এক হেলমেন প্রদেশেই ১২০০ হেক্টর জমিতে পপি চাষ হয় যা পৃথিবীর সর্বমোটের ৭৫-৮০ শতাংশ।

পোপ বেনেডিক্ট যেদিন ওয়াশিংটন ডিসিতে ম্যাসে (প্রার্থনা সভা) গড ব্লেশ আমেরিকা বলেন সেদিনও আফগানিস্তানের মসজিদে বোমা হামলায় অর্ধ শতাধিক মানুষ নিহত হয়!

বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসীদের যোগাযোগের কথা বলেছে গেছেন বৃটেনের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিসেস জ্যাকি স্মিথ গত ১০ এপ্রিল ঢাকায় ব্রিটিশ দূত আনোয়ার চৌধরীর বাসায় সংবাদ সম্মেলনে।

সংবাদ সম্মেলনে ব্রিটিশমন্ত্রী বলেছেন, 'ব্রিটেন ও বাংলাদেশের সন্ত্রাসীদের মধ্যে যোগসূত্র আছে। সন্ত্রাস দমনে মাঠপর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের মধ্যে আগামী জুন নাগাদ একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে।'

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের মাঝে এটাই প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীগোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, কী তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এমন দাবি করছেন? এমন কোনো তথ্য কি তার কাছে আছে যে, বাংলাদেশ থেকে কোনো সন্ত্রাসবাদী ব্রিটেনে যাচ্ছে বা ব্রিটেন থেকে কোনো ট্রেনিংপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী বাংলাদেশে আসছে। এ ছাড়া দুই দেশের সন্ত্রাসীদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত কোনো তথ্যপ্রমাণ তার কাছে রয়েছে কি না।

তার বক্তব্যের সূত্র ধরে উইকলি ব্লিয (Weekly Blitz)-এর এডিটর সালাউদ্দীন শোয়েব চৌধরী 'Bangladesh: Hub of International Terror' নামে গত ১৭ এপ্রিল গ্লোবাল পলিটিশিয়ান জার্নালে আধা সত্য আধা মিথ্যা এক সর্বনাশা আর্টিকেল লিখে 'বাংলাদেশ যে সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদার নতুন ঘাটি' তা প্রমান করতে বিশাল প্রতিবেদন ছাপে।

সব ঠিক ঠাকমত এভাবে চলতে থাকলে, হয়তো দেখা যাবে সামনের বাংলা একাডেমী পুরস্কারটি মিঃ চৌধুরীই পেয়ে যাচ্ছেন তার কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান হিসাবে।

পাঠক, নিশ্চয়ই জানেন, বাংলাদেশের এক অখ্যাত চরমপন্থী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ বা হুজি (যাকে সাম্রাজ্যবাদীরা আদর করে নাম দিয়েছে 'হরকাতুল জিহাদ-বি' অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্র্যাঞ্চ) ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের নামের তালিকায় স্থান দিয়েছে। অথচ, সম্পুর্ন লোকাল (যেহেতু আজ পর্যন্ত সরকার এর ইন্টারন্যাশনাল কানেকশন খুজে পায়নি) এই জংগী দলটিকে অনেক আগেই বাংলাদেশ গভর্ণমেন্ট নিষিদ্ধ করে তাদের সব নেতাদেরকে আইনের আওতায় সোপর্দ করেছে। দেশ ও জাতির শত্রুরা সেজন্য ধন্যবাদ দেওয়ার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী করতে তিলকে তাল বানিয়ে 'বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগন যে কখনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয়নি' এই ধারনার মুলেও কুঠারাঘাত করছে। এভাবে দেশটিকে যে এক ভয়ংকর চক্রের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে তা আজো আমাদের কেয়ারটেকার গভর্ণমেন্ট ও মেইনস্ট্রিম পলিটেকেল লিডাররা বুঝতে পারছেন না। মৌলবাদীদের ধরাশায়ী করার এই মোক্ষম সুযোগ মনে করে প্রকারান্তরে কথাবার্তায় মনে হয়, অনেকেই কাতুকুতু পাচ্ছেন। কিন্তু তারা কিভাবে মনে করেছেন যে, এমন সর্বনাশা মিশন বাস্তবায়ন হলে তারা রেহাই পাবেন? ইরাক , আফগানিস্তান বা সোমালিয়া, রুয়ান্ডার সেকিউলারিস্ট ও ফান্ডামেন্টালিস্টের পরিনতি কি হয়েছে? বরঞ্চ, প্রথমটির পরিনতি পরবর্তিটার চেয়েও ভয়াবহ। আর আমাদের দেশের সেকিউলারিস্টরা তো ফান্ডামেন্টালিস্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে উদারতার পরিবর্তে নিজেদেরকে ফ্যাসিস্ট হিসেবে প্রমাণিত করেছেন যা মুলত. পশ্চিমের সেকিউলারিজমের মূল কনসেপ্টেরই বিপরীত। ভুলে গেলে চলবে না, যে ল্যাবরেটরী থেকে ফান্ডামেন্টালিস্ট তৈরি হয় সে একই ফ্যাক্টরী সেকিউলারিস্টকে পানামা থেকে ধরে নিয়ে আসতে পারে অথবা মিশন শেষে ফাসিতে ঝোলাতেও কার্পন্য করে না।

নির্বাচন, ডায়ালগ ও অপরিপক্ক লিডার

নির্বাচন কমিশনের কথা বলতে গেলে পৃথ্বীরাজ মোকাবেলায় দিল্লীর সুলতানের গল্পটি মনে পড়ে যায়। পৃথ্বির লোক লস্করসহ দিল্লী আক্রমনের খবর পেয়ে সুলতান ছুটে যান দরবেশের কাছে। দরবেশ নির্বিকার ভাবে বলেন ,খামোশ বেটা!
এদিকে সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ধেয়ে আসছে শত্রুদল। নদী পার হয়ে তারা প্রায় দিল্লীর মেইন গেইট ছুই ছুই। এক সময় গেইটেও শত্রুসেনাদেরশনাৎ শনাৎ আঘাতের শব্দ। এবার দরবেশ মাথা তুললেন, বললেন, দিল্লী হনুজ দূর অস্ত (দিল্লী বহুৎ দূর)। দেখা গেল শত্রু সৈন্য অবশেষে ভেতরে ঢুকতে পারেনি। দরবেশের কুদরতিতে অধোমুখে সবাই মৃত্যু বরন করেছে গেটে ঢোকার প্রাক্কালেই!

বিখ্যাত সেই নির্বাচন জিনিসটা যে কবে আসবে অথবা দরবেশরা যে কবে কি অর্ডার দেবেন তা বোধ হয় ডক্টর সাহেবও জানেন না। জানতে ইচ্ছে করে সিইসি'র জব ডেস্ক্রিপশন বা স্কপ অব ওয়ার্ক কি? এত বড় পদে থেকে সারাদিন এভাবে সময় অপচয় করে কিভাবে তার ইম্পোর্টেন্ট ডিউটি সম্পাদন করেন বুঝতে পারিনা! শুধু কথামালা আর টেলিভিশনে বিদেশীদের নিকট জবাবদিহী দেয়ার এত সহজ চাকরি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ!

রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে প্রথম পর্যায়ের সফল ডায়ালগ শেষ হল। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দলকে বাইরে রেখে দুইতিনটে বাদে যারা জনগনের শুন্যের অল্প একটু উপরের শতাংশ রিপ্রেজেন্ট করেন তাদের নিয়ে আলাপ ও চা-আড্ডায় কি বেরিয়ে এল তা এখনো বোঝার সময় আসেনি।

আগের সিইসি আজিজ সাহেব তাহলে কি দোষ করেছিলেন? কৃতিত্বের সাথে বলা হচ্ছে রোডম্যাপ অনুযায়ীই সব ঠিকঠাক মত এগুচ্ছে, ৬৫ পার্সেন্ট ভোটার লিস্ট সম্পন্ন হয়েছে ইত্যাদি। এই ৬৫% (তাদের কথামত যদি সত্য হয়) সম্পন্ন করতেই যদি এক বছরের মত সময় লাগে তাহলে বাকি ৩৫% শেষ করে কি এ বছরের শেষে নির্বাচন হবে? আলাদিনের চেরাগের এমন কেরামতিতে খোদ এরশাদও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর হ্যা, এরশাদ যা বলে তা কিন্তু ঘটে! ওয়ান ইলেভেনের আগে তিনি বলেছিলেন, তাকে ছাড়া বাংলাদেশে কোন নির্বাচন হবে না। তা কিন্তু হয়ও নি!

বোরো ধান ঘরে উঠার আগ পর্যন্ত সরকারের সংলাপ তত্ত্ব নিয়ে জোর তৎপরতা সত্যিকার আলোর মুখ দেখুক তা অবশ্যই চাই। তবে উত্তর দক্ষিণের আবহাওয়া পরিস্কার বলে দিচ্ছে ঈশান কোণে আবারও অশনি সংকেত! বাংলাদেশের ইতিহাসে ডায়ালগের হিস্ট্রি খুব একটা সুখকর নয়। এবারের সংলাপ ফেল মারলে কি হবে? আরেকটি ওয়ান ইলেভেন নাকি তার পরেরটা? টু টোয়েন্টি টু।

পলিটিকেল ইন্সটিটিউশন ভাঙার আত্মবিনাশী চক্রান্ত মানেই জনগনকে আবার আন্দোলনের সারিতে ফেলে দেয়া হয়। পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য হল ভিশনারী লিডারের অভাবে এরা ষড়যন্ত্র প্রথমে ধরতে না পারলেও পরে জানে কিভাবে এটি রুখতে হয়।

গত ১২ এপ্রিল হোয়াইট হাউসের স্যাটারডে'র উইকলি ব্রিফিং এ পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছে, 'অপরিপক্ক লিডার ক্ষমতায় এলেও ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে নির্বাচন হতে হবে।'অপরিপক্ক লিডার বানাতে এডভাইজাররা কোন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন কিনা তা বলতে পারব না, তবে বলব পলিটেকেল লিডারদের কি এখনো বোধোদয় হল না?

গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে বাংলাদেশকে আলাদা করে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ ভাবা ঠিক হবে না। এই যুগে চলতে হলে চোখ কান খোলা রেখে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সের চলমান ধারার জ্ঞান অপডেট করে চলতে হয়।

ঢাকার পলিটিশিয়ানরা না জানলেও কানাডিয়ান আইনজীবি উইলিয়াম স্লোন কিন্তু অনেক আগেই জেনেছিলেন বাংলাদেশে এই ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে। গত ৮ মার্চ নিউইয়র্কে তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানি স্টাইলে বাংলাদেশে মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হঠাৎ করে আসেনি। ১-১১-এর পরিস্থিতিও পূর্বপরিকল্পিত। নির্বাচনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকায় প্রকাশ্যে পিটিয়ে মানুষ হত্যার নীলনকশাও পুরনো। '

উইলিয়াম জানিয়েছেন, এসব তিনি অনেক আগেই এক ডেইলির এডিটর ও এক এমপির মাধ্যমে জেনেছিলেন। নাম না বল্লেও হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ওই সভায় সবাই বুঝেছিলেন সেই এডিটর কে? যিনি একবার ওয়ান ইলেভেনের কয়দিন পরে মুখ ফসকে গর্ব করে বলে ফেলেছিলেন এই সরকারকে তারাই এনেছেন।

মিলেনিয়েল জেনারেশন

আমেরিকার কালোদের প্রবাদপুরুষ মার্টিন লুথার কিং-এর ৪০ তম হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে প্রেইয়ার সভায় (Prayer Assembly) তার ছেলে বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে চল্লিশ বছর পিছনে ফিরিয়ে না তাকিয়ে চল্লিশ বছর সামনের দিকে তাকাতে আমেরিকাবাসীদের আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন, 'পুরোন কথা তুলে এনে কি লাভ, চল্লিশ বছর পর আমরা দুনিয়াতে কি দিব তাই নিয়েই ভাবুন। '

আমরাও কিন্তু মার্টিন লুথার কিং-এর মত দুই একজন পেয়েছি, তাদের ছেলেমেয়ে নাতি নাত্নীদেরও পেয়েছি। কিন্তু তাদের মুখ থেকে শুধু পেছনের কথাই শুনি, ঐক্যবদ্ধভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা শুনিনা।

প্রধান দুই দলের ভারপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের বাসায় বসে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করার দৃশ্য দেখে চোখ বন্ধ করে আচ করা যায় সবাই ইতিমধ্যে বাংলাদেশের গড় আয়ুর চেয়ে বেশী অতিক্রম করে ফেলেছেন।

অনেক করেছেন আপনারা, আস্ত একটা দেশ দিয়েছেন। আমরা আপনাদের সারা জীবন মাথায় করে রাখব। দেশটাকে নিয়ে আর খেলবেন না।

মেয়াদীত্তোর্ণ বা এক্সপায়ার্ড এসব পলিটিশিয়ানরা পত্নী বিয়োগ বা ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকায় রাজনীতিকে বর্তমানে অবসর সময় কাটানোর মাধ্যম বা হবি (Hobby) ,অন্য কথায় বুড়ো বয়সের ফান (Fun) হিসেবে নিয়েছেন। কথাবার্তায় মনে

হয় তাদের ধ্যান ধারনা চল্লিশ বছর আগের ছাত্র জীবনের আন্দোলনের মেজাজেই এখনো পড়ে আছেন। এতদিনে যে পলিটিক্সসহ দুনিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শিখায় পদার্পন করেছে তার আপডেট তাদের কাজে কর্মে বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হয়না। এমন প্রধানমন্ত্রীও আমরা পেয়েছি যিনি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী ছাত্রদেরকে এক সমাবেশে বলেছিলেন, 'দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবো না। কিভাবে এখানে থেকে যাওয়া যায় সেই চিন্তা করো!' সে কথা শুনে মাতৃভুমি বিয়োগের অগ্রিম বেদনায় সেদিন অনেক ছাত্রই চোখের পানি আটকিয়ে রাখতে পারেনি।

আজ দরকার এমন একদল স্মার্ট ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন তরুন সমাজ যারা পলিটিক্সকে সত্যি সত্যি ফুল টাইম জব হিসেবে নিবে। বার্ধক্যের অবসোলেট (Obsolete) রক্ত নয়, টগবগে ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্ত ঢেলে দিবে জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। রিটায়ার্ড লাইফের নিতান্তই শখ হিসেবে নয় (যে হুট করে ইমার্জেন্সী পিরিয়ডের কল্যানে কল্যান পার্টি বা কিংস পার্টি খুলে বসবে), বরং পুরনো জীর্ণ শীর্ণ অর্বাচীনদের, কবি গুরুর ভাষায় 'আধ-মরাদের' ঘা মেরে, দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথাই বলবে।

'অতীত' ছাড়া তাদের তো কোন অর্জনও নেই, ভবিষ্যতের জয়গানের কোন বাস্তবভিত্তিক প্ল্যানিংও নেই। সেটিও 'ষোল আনাই মিছে' কবিতার মত নিঃশেষ হতে চলেছে এক ঝড়ো হাওয়ায়ই। 'অতীত' নামক এই কুপমুন্ডুকতাকে একরকমের 'খোদা' বানিয়ে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতকে তারা সেভাবেই রাঙায়ে পেছনের দিকে টেনে পরনির্ভরশীলতার কাতারে নিয়ে যেতে চায়। অথচ, এর বাইরের সত্যিকার খোদা বিশাল ,অসীম ও উদার। সব মানুষের ত্রানকর্তা। তাকে আমরা আড়াল করে ফেলতে বসেছি। দরকার আজ সেই তরুন গোষ্ঠী যারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপাত্যবাদী ষড়যন্ত্রের জাল পায়ে মাড়িয়ে এবং মিলেনিয়াম জেনারেশনের চাহিদা মোতাবেক মিথ্যা কুহেলিকা ছিন্ন করে হিংসা-বিদ্বেস ভুলে উন্নত ও বৈপ্লবিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখাবে। যাদের গায়ে থাকবে উটের গন্ধ নয়, থাকবে সত্যিকারের দেশপ্রেমের গন্ধ, যে গন্ধে মধ্যরাতের অশ্বারোহীরা পালিয়ে যাবে। যারা আংকেল স্যাম, বিগ ব্রাদার ও তাদের পোষা কুকুরদের ফাদে পা না দিয়ে বুকে সত্য সত্যই Peace and Diversity লালন করে কাগজে কলমে শুধু নয়, হাতে-নাতে প্র্যাকটিকেলি উলটো তাদের শিখিয়ে দিবে How would it feel to live without hate।

বিহাইন্ড দ্যা স্ট্রীট থেকে,

২১ এপ্রিল ২০০৮।